কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভা গত ২৩/৭/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা ১৩/১২/২০০৬ খ্রি. তারিখ এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভা গত ২৮/৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দু'টি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্মারক নং যথাক্রমে ২০৪৬(১৬) তাং ২৪/১২/২০০৬ এবং ৯৬৪(৬৪) তাং ০৩/৬/২০০৭ খ্রি. মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণী দু'টির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার আলোচ্য সভায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দু'টি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দু'টি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভা এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উক্ত অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর নোটিফাইড ফসলের আওতাধীন আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস (DUS) টেস্ট কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষকের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান, বিএআরসি মহোদয় মহাপরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতামত চাইলে তিনি জানান যে ৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার সম্ভাব্য খরচের প্রাক্কলন এবং কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা জানিয়ে পত্র দিলে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্ভব হলে নিজ অর্থায়নে এবং প্রয়োজনে বিএআরসি'র সহযোগীতায় প্রশিক্ষণটি আয়োজন করবে বলে তিনি মতামত পেশ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৫৩ জন কর্মকর্তাকে দু'টি ব্যাচে প্রশিক্ষণের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার একটি প্রাক্কালিন পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বরাবর প্রেরণ করবে এবং অনুলিপির মাধ্যমে চেয়ারম্যান, বিএআরসিকে অবহিত করবেন। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমন/২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
দাখিলকৃত প্রতিবেদনটির উপর আলোচনায় জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সুপ্রীম সীড কোং অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন যে, গত আমন হাইব্রিড জাতের মোট ফলনের পরিবর্তে দিন প্রতি ফলনকে পুনঃবিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। কেননা আমন মৌসুমে আগাম জাতের হাইব্রিড ধান কর্তন করে পরবর্তী রবি ফসলের জন্য জমি ছেড়ে দিতে পারলে রবি ফসলের বর্ধিত ফলন দ্বারা হাইব্রিডের তুলনামূলক নিম্ন ফলন জনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) জানান যে, সরকারী গেজেট অনুযায়ী ২০% বা ততোধিক Heterosis সম্পন্ন হাইব্রিড ধানের জাতকেই শুধু রেজিষ্ট্রেশন দেয়া যাবে। নিম্ন ফলনের হাইব্রিড ধানের জাতকে দিন প্রতি ফলনের বিবেচনায় এনে রেজিষ্ট্রেশনের সুযোগ দিলে দেশের মোট ধান উৎপাদনের (Total Prodeuction) পরিমাণ কমে যাবে। অন্য দিকে আমন মৌসুমে ধান চাষ হয়ে থাকে মূলতঃ বৃষ্টি নির্ভর হিসেবে এবং স্বল্প খরচে। তাই স্বল্প খরচের মধ্যেই রোপা আমনের ফলন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানে পানি সেচসহ অন্যান্য উপকরণ খরচ বৃদ্ধি করে যদি নিম্ন ফলন পাওয়া যায় তবে ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে যা কাম্য নয়।

এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি বলেন যে, মোট Heterosis এবং দিন প্রতি Heterosis পাশাপাশি কলামে উপস্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে সুবিধা হতো। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন যদিও কলামে উল্লেখ নেই কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা গেছে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতগুলির অনষ্টেশন ও অনফার্মে দিন প্রতি Heterosis অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২০% এর নীচে। এ পর্যায়ে ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, কোম্পানীগুলির দাবী অনুযায়ী যদি ক্রপিং প্যাটার্ন স্বল্প মেয়াদী নিম্ন ফলনশীল হাইব্রিড জাতের সন্নিবেশ লাভজনক হয় তবে সাংবাৎসরিক ক্রপিং প্যাটার্নের লাভ লোকসানের উপর ট্রায়াল স্থাপন ও তার পারফরম্যান্স প্রদর্শন করতে পারেন। ডঃ মোঃ নাসির, প্রতিনিধি, ইউনাইটেড সীড বলেন যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে হাইব্রিড ও চেকজাতের ফলনে ভিন্নতা এসেছে, তাই এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। বরং হাইব্রিড কোম্পানীগুলোকে আরো ট্রায়ালের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ট্রায়ালের ধানের বিভিন্ন Stage এর Monitoring Report গুলি সন্নিবেশিত করলে ধানের কোন গ্রোথ স্টেজ কেমন অবস্থায় ছিলো তা বুঝা যেত। ডঃ মাহবুবুর রহমান খান, প্রতিনিধি, এ আর মালিক কোং আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাত রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্বল্প জীবনকালকে বিবেচনায় আনার অনুরোধ জানান। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ডঃ মোঃ আবদুর রজ্জাক, পরিচালক (শস্য) এর সাথে এক মত প্রকাশ করে বলেন, যেহেতু সরকারী গেজেট অনুসারে কোন হাইব্রিড ধানের জাতকে চেক জাতের চেয়ে কম পক্ষে ২০% বেশী ফলন দিতে হবে সেহেতু দিনপ্রতি ফলন বিবেচনায় এনে নিম্ন ফলনশীল জাতকে রেজিষ্ট্রেশন দিলে একদিকে যেমন দেশের সার্বিক উৎপাদন কমে যাবে অন্য দিকে আইনগতভাবে প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হবে। সকলের মতামত বিবেচনাপূর্বক সভাপতি মহোদয় কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৫তম (বিশেষ) সভায় গঠিত রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্তই বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন কোম্পানীগুলো তাদের জাতের পুনঃট্রায়াল করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনাসহ রিভিউ কমিটির সুপারিশমালাই গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে কোম্পানীগুলো ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের প্রস্তাবিত জাতের পারফরমেন্স প্রমাণের জন্য পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ এবং কিউ-৩১ লাইন দু'টিকে যথাক্রমে বিনা ধান-৭ ও বিনা ধান-৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

(ক) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ণনামতে বিনা ধান-৭ কৌলিক সারিটির নং টিএনডিবি-১০০। এটি একটি মিউট্যান্ট লাইন এবং এর মাতৃ জাতের নাম তাই নেগুয়েন (Tai Nguyen)। আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশন (IAEA) এর একটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃজাত তাই নেগুয়েনের এস,র এই লাইনটি মিশ্রণ বংশধারা (Segregating generation) ভিয়েতনাম হতে পাওয়া যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মিউট্যান্ট লাইনটিকে শুদ্ধ (Pure) করা হয়। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই মিউট্যান্টকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

বিনা ধান-৭ এ আধুনিক উফশী আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যামন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ এবং হেলে পড়েনা; জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন, ধানের রং উজ্জ্বল বর্ণের এবং বেশী লম্বা ও চিকন। ১০০০ ধানের ওজন ২৪.৯ গ্রাম এবং ফলন ৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ।

বিনা ধান-৭ প্রচালিত জাত ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কিছুটা খাট এবং প্রায় ১৫-২০ দিন আগে পাকে। ধান ও চাউল ব্রি ধান-৩০ এর মতো কিন্তু ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন। আগাম পাকলেও এটি ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় ফলন বেশী দেয়। যে সব অঞ্চলে রবিশস্য, গম বা আলু করা হয় সে সব অঞ্চলের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী। প্রস্তাবিত জাতটির ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ৫টি স্থানে চেকজাত ব্রিধান-৩২ থেকে ফলন বেশী পাওয়ায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ট্রায়ালকৃত ৪টি স্থানের মধ্যে কোন স্থানেই চেকজাত থেকে ফলন বেশী না হওয়ায় জাতটিকে সুপারিশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত জাতটি ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল খামারে ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয় এবং জাতের ভিন্নরুপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়পূর্বক জাতের বর্ণনা (Varietal Descriptor) তৈরী করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রদত্ত তথ্যমতে বিনা ধান-৮ কৌলিক সারিটির নং ওয়াই-১২৮১। এটি একটি মিউট্যান্ট লাইন এবং এর মাতৃ হল কিউ-৩১ (Q-31)। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশন (IAEA) এর একটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃজাত কিউ-৩১ এর এম,আর এই লাইনটির মিশ্রিত বংশধারা (Segregating generation) মালোয়েশিয়া হতে পাওয়া যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে

পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মিউট্যান্ট লাইনটিকে শুদ্ধ (Pure) করা হয়। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই মিউট্যান্টকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
বিনা ধান-৮ এ আধুনিক উফশী আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃমিঃ এবং হেলে পড়েনা; জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন, ধানের রং উজ্জ্বল বর্ণের এবং বেশী লম্বা ও চিকন। ১০০ ধানের ওজন ২৭.৫ গ্রাম এবং ফলন ৪.০-৫.০ টন/হেঃ।

বিনা ধান-৮ প্রচলিত জাত ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কিছুটা খাট এবং প্রায় ৫-৭ দিন আগে পাকে। ধান ও চাউল ব্রি ধান-৩০ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন। আগাম পাকলেও এটি ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় ফলন বেশী দেয়। যে সব অঞ্চলে রবিশস্য, গম বা আলু করা হয় সে সব অঞ্চলের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

প্রস্তাবিত জাতটির ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ৫টি স্থানে চেকজাত ব্রিধান-৩২ থেকে ফলন বেশী পাওয়ায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ট্রায়ালকৃত ৪টি স্থানের মধ্যে কোন স্থানেই চেকজাত থেকে ফলন বেশী না হওয়ায় জাতটিকে সুপারিশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত জাতটি ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল খামারে ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয় এবং জাতের ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়পূর্বক জাতের বর্ণনা (Vrietal Descriptor) তৈরী করা হয়। আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আলী আজম, সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিনা প্রস্তাবিত বিনা ধান-৭ ধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এ জাতের ফলন ৪.৫ থেকে ৫.৫ টন, জীবনকাল ১১৫ থেকে ১২০ দিন, চাল লম্বা এবং চিকন। অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪.৯%। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক এবং ডঃ এম এ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি উভয়ই একমত প্রকাশ করেন যে ২৫% এর নীচে এ্যামাইলোজ থাকলে ভাত গলে আঠালো হয়ে যায় এবং ভাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় হয় না। ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, ইউনাইটেড সীড ষ্টোর বলেন ভাতে এ্যামাইলোজ কম থাকলে দ্রুত হজম হয় এবং ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইহা উপযোগী নহে। ডঃ এম নূরুল আলম, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড প্রশ্ন রাখেন যে, কেন ৯টির মধ্যে ৪টি স্থানের মাঠ মূল্যায়ন কমিটি এই জাতকে সুপারিশ করে নাই। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আলী আজম, সিএসও, বিনা বলেন যে, সেচের অভাবে উক্ত চারটি স্থানে ফলন কম হয়েছে। ডঃ মোঃ আবদুর রজ্জাক এ প্রসংগে বলেন রোপা আমন মূলতঃ বৃষ্টি নির্ভর, তাই সেচের অভাবে জাতের সুপারিশ আসে নাই, এমনটি গ্রহণযোগ্য নহে। ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহা পরিচালক, বিএসআরআই প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৫টি অঞ্চলের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তাই ঐ সকল অঞ্চলের জন্য জাত হিসেবে অবমুক্ত (Release) করা যেতে পারে। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি অনুরুপ মত প্রকাশ করে বলেন প্রস্তাবিত বিনা ধান-৭ (টিএনডিবি-১০০) জাতটি প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ (কিউ-৩১) লাইন থেকে অপেক্ষাকৃত এ্যামাইলোজ % বেশী এবং জীবনকাল কম বিধায় উক্ত জাতটি অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণ করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, সদস্য সচিব এবং ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি উভয়েই একমত প্রকাশ করে বলেন, যেহেতু ৫টি স্থানে জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহের ৪টি স্থানে জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করে নাই এমতাবস্থায় এ্যামাইলোজ % বেশী এবং জীবনকাল কম বিধায় জাতটিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে পুনঃট্রায়াল স্বপক্ষে অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ভারতীয় পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা প্রসংগে।

কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গুণাগুণ ও বীজ উৎপাদনে গবেষণা ফলাফল জানুয়ারী/০৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত ছিল। বিজেআরআই থেকে উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে এ ব্যাপারে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই নিম্নোক্ত ৬টি কারণে জেআরও-৫২৪ জাতটি ছাড়করণ সমীচিন হবে না বলে উল্লেখ করেন।

ক) দেশী তোষা পাটের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের ফলন কম হয়।
খ) আগাম বপনের কারণে জেআরও-৫২৪ জাতে আগাম ফুল আসার প্রবণতা বেশী।
গ) রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমন ও -৭২ এর তুলনায় জেআরও-৫২৪ জাতে বেশী।
ঘ) জেআরও-৫২৪ জাতের আঁশের মান ও-৭২ জাতের চেয়ে তুলনামুলকভাবে নিম্নমানের।
ঙ) জেআরও-৫২৪ জাতের আমদানীকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে যথাযথ নয়।
চ) দেশীয় তোষা জাতের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের বীজের ফলন কম হয়।

এ পর্যায়ে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি বলেন যে, আমরা আমদানীকারকগণ পাটের জেআরও-৫২৪ জাতের যে বীজ আমদানী করি তা প্রত্যায়িত শ্রেণীর। কিন্তু বিজেআরআই যে বীজ সংগ্রহ করেছে তা কোন উৎসের বীজ সংগ্রহ করেছেন জানা দরকার। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিজেআরআই যদি খোলা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করে থাকে তবে নির্ধারিত মানের বীজ পেয়েছে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। আবার যদি বিএডিসি থেকেও সংগ্রহ করে থাকে সেক্ষেত্রে যেহেতু বিএডিসি উক্ত বীজ আমদানীর জন্য অনুমোদিত সংস্থা নয় তাই তারা অফিসিয়ালী বলতে পারেন না এটি প্রত্যায়িত শ্রেণীর অথবা প্রত্যায়িত নয়। আলোচনার এ পর্যায়ে বিজেআরআই এর বিজ্ঞানী ডঃ এম আবক্ষাস আলী বলেন যে, এই বীজ দু'টি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমতঃ বিএডিসি এবং দ্বিতীয়ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ নিরোধ উইং থেকে। ডঃ এম নূরুল আলম, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি বলেন যে, যেহেতু এদেশে তোষা পাটের বীজের চাহিদা রয়েছে এং ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজ অনুমোদিত পন্থায়ই আমদানী করা হয়ে থাকে, সেহেতু এই জাতের পাট ফসল, আঁশ এবং কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের উপযোগীতা নিরুপণের জন্যই বিজেআরআইকে গবেষণা রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরো গবেষণার জন্য বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়ণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের উপর আরো ট্রায়াল ও গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। মাঠ দিবসের সময় নার্স (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিজেআরআই, ডিএই, এসসিএ ও বিএডিসি)।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৩৮ জাতটি ১৯৯৫ সালে আই-২৭৩-৯১ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৮ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতিটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতঃপর এ প্রজাতিটি আই ১৩১-৯৭ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ২০ এবং ঈশ্বরদী ২৯ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৪ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৩৮ জাতের কান্ড (Stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) কোনাইডাল (conoidal) আকৃতি। কান্ড শক্ত ও ফাপা (Pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (Sollen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (dud) ওভেট (ovate) আকৃতির, ছোট এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পাতা হেলে পড়ে। পাতার খোল (leaf sheath) সবুজাভ হলুদ বর্ণের (greenish yellow) এবং কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। পাতার খোলে (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় এবং ঝড়ে পড়ে না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং পাটল (pinkish) বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ডেনটয়েড (dentoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে কদাচিৎ ফুল দেখা যায়। প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৮ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৯ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালীন সময়ে ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৮৬.১৪ থেকে ১৮১.৬১, ৭৬.৭৮ থেকে ১২৯.৯২ এবং ৭৫.৪৯ থেকে ১৩৮.৮২ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটি খরা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৫ এরমত তবে লাল পচা রোগের প্রতি মাঝারী ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশে লাল পচা রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায় নাই।

উক্ত জাতটি ২০০৪ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানেই চেক জাত থেকে ফলন বেশী এবং ব্রিকস (brix) এর পরিমাণ বেশী পাওয়ায় ও রোগবালাইয়ের প্রার্দুভাব কম থাকায় মাঠ মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত ক্লোনটি জাত হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সুপারিশ করেছেন।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, আখের আই-১৭১-৯৭

ক্লোনটি ছাড়করণের নিমিত্তে চেকজাত হিসেবে কেন ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯কে নির্বাচন করা হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি অনুরুপ অভিমত ব্যক্ত করে বরেন যে, চেক জাত হিসেবে আধুনিক কালে ছাড়কৃত ঈশ্বরদী-৩৪ কে বিবেচনা করা যেত। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা বলেন যে, ২০০৪ সালের আগেই তিন বছর পূর্ব থেকে ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯ কে চেক হিসেবে ব্যবহার করে ট্রায়াল শুরু হয়। তাই পরবর্তীতে চেক জাত পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। তবে প্রস্তাবিত লাইনটি ঈশ্বরদী-৩২ এর সাথেও তুলনামুলক পরীক্ষণে ভাল ফল দিয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই-১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ নামে একটি নূতন জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ বিবিধ ঃ

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম (বিশেষ)৯নং সিদ্ধান্তে টিসিআরসি বিভিন্ন আলু জাতের ট্রায়াল ফলাফল সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় কিনা তা কারিগরি কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ প্রেক্ষিতে সাউথপুল কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ কর্তৃক Lady Rosetta এবং Lady Olymia দু'টি জাতের বীজ আলু (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ভ্যারাইটি) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনুমতি চেয়েছেন।

এ আলোচনার শুরুতে ডঃ মোহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি, বিএআরআই, বলেন যে, ২ বছরের ট্রায়ালের ফলাফলের উপর নির্ভর করে আলুর জাত ছাড়করণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি আরো উল্লেখ করেন আলুর রোগবালাই, জাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ব্যবহার উপযোগীতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কমপক্ষে তিন বছর সময় প্রয়োজন। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, বিগত দুই বছরের তথ্য উপাত্ত সহ টিসিআরসি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট হাতে পেলে কারিগরি কমিটি সে ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারে। ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি বলেন যে, এ ব্যাপারে টিসিআরসি কার্যপত্র আকারে একটি প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ টিসিআরসি বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলু জাত সমূহের তথ্য ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

(খ) দেশে পাট বীজের চাহিদা পূরণকল্পে কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব গ্রহণ প্রসংগে।

ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, এ বিষয়ে আলোচনায় সূত্রপাত করে বলেন যে, দেশে পাট বীজের প্রকৃত চাহিদা ও যোগান সম্পর্কিত বিষয়ে একটি পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা কারিগরি কমিটির পক্ষ থেকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন। সেই হিসেবে তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দের আলোচনায় অংশ নিতে আহক্ষান জানালে, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, অতিঃ মহা-ব্যবস্থাপক (খামার) বিএডিসি বলেন যেমন প্রকল্প পরিকল্পনা সাপেক্ষে বিএডিসি কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ মৌসুমে ১০০০ মেঃ টন, ২০০৯-২০১০ মৌসুমে ১২০০ মেঃ টন এবং ২০১০-২০১১ মৌসুমে বছরে ১৫০০ মেঃ টন পাটবীজ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। জনাব আসাদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই জানান যে, কৃষক পর্যায়ে ২০০ মেঃ টন এবং বিজেআরআই এর নিজস্ব খামারে ৫০ মেঃ টন অর্থাৎ মোট ২৫০ মেঃ টন বীজ বিজেআরআই কর্তৃক উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য-পরিচালক (শস্য) বলেন যে, বর্তমানে কৃষক তার জমিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনে তেমন আগ্রহী নহে। তাই পাট বীজের চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদনের উপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

এমতাবস্থায় বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট উৎপাদিত বীজের পরিমাণকে হিসেবে এনে বাদ বাকি ঘাটতি বীজ আমদানীর ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি কর্তৃক আগামী তিন বছরের মধ্যে ১৫০০ মেঃ টন এবং বিজেআরআই কর্তৃক ২৫০ মেঃ টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো। বাকী ঘাটতি পাট বীজ অন্যান্য আভ্যন্তরীন উৎস এবং আমদানীর মাধ্যমে পুরণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনজুর-ই-মোহাম্মদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।